দৈনিক খবর

... 12 AUG 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ...

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ও বিকল্প প্রস্তাবনা

।। মুহাম্মদ আশরাফ ।।

দেশে প্রাথমিক শিক্ষা চালুর প্রায় দুই শতাব্দী পরে আজ কেবলমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হতে চলেছে। ইতিপূর্বে বহু শিক্ষা কমিশন ও শিক্ষা সংস্কার রিপোর্টে এই কাজটি করার সুপারিশ এসেছে। কিন্তু কোন সহৃদয় সরকারই প্রাথমিক শিক্ষাকে একই সঙ্গে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার দিকে পা বাড়াননি। কেন বাড়াননি তা ভাল করেই বোঝা যায়। কারণ কাজটি অত্যন্ত জটিল ও ব্যয়বহুল। এবার সরকার বাজেটে এই দিকটি বিবেচনায় রেখে সর্বকালের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে শিক্ষা খাতে সর্বাধিক ব্যয় বরাদ্দ রেখে সকলের কাছে সমাদৃত হয়েছেন। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক পৌর এলাকার বাইরে অর্থাৎ স্বল্প আয়ের গ্রামাঞ্চলের মানুষের কথা বিবেচনা করে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষাকে অবৈতনিক করার কথা ঘোষণা দেয়া হয়েছে। এই দু'টি ঘোষণাই দেশে-বিদেশে সমানভাবে সমাদৃত হয়েছে এবং সরকারের প্রতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন বার্তাও বর্ষিত হয়েছে।

শিক্ষা ছাড়া কোন জাতির ও দেশের অগ্রগতি অসম্ভব। তাই আমাদের দেশ ও জাতির জন্যে বর্তমান প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিরও আমূল পরিবর্তন ছাড়া এবং সার্বজনীন শিক্ষা প্রচলন ছাড়া কোন মতেই জাতীয় অগ্রগতি সম্ভব নয়। শিক্ষা ক্ষেত্র ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার বহু ঘোষণা আমাদের ইতিপূর্বের বিভিন্ন সরকার ও মন্ত্রী মহোদয়দের কাছ থেকে শুনেছি। কিন্তু শিক্ষার মানোন্নয়ন ও শিক্ষা পদ্ধতির তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনই আমাদের আজ অবধি দেখার সৌভাগ্য হয়নি। তবু ঘোষণা পেয়ে বার বারই আশান্বিত হয়েছি।

বর্তমান সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ ইতিমধ্যে এক ঘোষণার মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন- দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে মর্নিং শীফ্‌ট চালু করে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক কর্মসূচীর জন্য জরুরী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ সমস্যাটি কাটিয়ে তুলবেন। এছাড়া স্বল্প ব্যয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করে এবং শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে পরিকল্পনাটির যাত্রা শুরু করতে সরকার বদ্ধপরিকর বলেও ঘোষণা দিয়েছেন। দেশের মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা যেহেতু বাধ্যতামূলক হতে চলেছে, সে ক্ষেত্রে এমন ক্ষেত্রে এমন উৎসর্গীকৃত সিদ্ধান্ত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তবু কথা থেকে যায়। বর্তমান অবস্থায় দেশে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এখনও বিপুলসংখ্যক শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে। অবশ্য ইতিমধ্যে যে সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে, তাতেও অনেক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা ৩/৪ বা ৫-এর উর্ধ্বে উন্নীত হয়নি। শিশু শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত শ্রেণীর সংখ্যা যেখানে ৬টি, সেখানে ৩ বা ৪ জন শিক্ষক কি করে শ্রেণী পরিচালনা করবেন? ফলে বর্তমানে দুই শীফ্‌টে অর্থাৎ শিশু, ১ম ও ২য় এবং পরবর্তী শীফ্‌টে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ক্লাশ নেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু যদি মর্নিং শীফ্‌ট চালু করে শিক্ষা ব্যবস্থা গৃহীত হয়, তবে শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে কম করে হলেও ৬ জন। দেশে যে সংখ্যক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে জনসংখ্যা তথা ছাত্রাধিক্যের কারণে প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও আসবাবপত্রের অভাবে আজ যে করুণ অবস্থায় নিপতিত এবং শিক্ষার যে হাল তাতে পুনঃ সরকারী ব্যবস্থাধীনে এই শীফটিং প্রথা কতটা কার্যকর হবে বলা না গেলেও অবস্থা যে তিমিরেই থেকে যাবে তাতে

আমাদের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী দেশে ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে উঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার কথা উল্লেখ করেছিলেন। অবশ্য দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সীমাহীন দুর্নীতি ও অন্যান্য কারণেই তিনি কথাটি বলেছিলেন সন্দেহ নেই। তথাপি শিক্ষা প্রসারের জন্যে এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও ছাত্রাধিক্যের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি আবশ্যক। কিন্তু তা যদি কেবলমাত্র ব্যবসা কেন্দ্রে রূপান্তরিত হতে থাকে, তবে এ কথাই ঠিক যে, বন্ধ করতে হবে। দেশে প্রতি বছর প্রায় ২০ লক্ষাধিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনেচ্ছু ও উপযোগী শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সেই তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানতো আর গড়ে উঠছে না। দেশে সরকারী হিসেব মতে বেসরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে ৭ হাজার ৭শ' ৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। কিন্তু প্রকৃত সংখ্যা আরো বেশীই হবে বলে মনে করা হয়। এর মধ্যে ৪ হাজারের মত নাকি রেজিঃ প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এই বেসরকারী প্রাঃ বিদ্যালয়সমূহে কম করে হলেও ১৬ লক্ষাধিক ছেলে-মেয়ে পড়াশুনা করছে। প্রায় ৩০ হাজারেরও উর্ধ্বে শিক্ষক-শিক্ষিকা এগুলোতে কর্মরত রয়েছেন। কিন্তু তাদের জন্যে সরকারী অনুদান বা ভর্তুকি দেবার কোন ব্যবস্থাই সরকারীভাবে করা যায়নি। আর কোন প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারীকরণ করা হবে না এমন সরকারী ঘোষণা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠাকে নিরুৎসাহিতই করেছে। তাছাড়া যদি এই গড়ে উঠা বিদ্যালয়সমূহকে এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্যে ন্যূনতম আর্থিক সুবিধা অর্থাৎ বেসরকারী রেজিষ্ট্রেশনের আওতায় মাধ্যমিক স্তরের ন্যায় বেতন স্কেল নির্ধারণ করে ৭০ বা ৮০ ভাগ অনুদান দেয়া সম্ভব হতো, তবে তা হতো একটি কাজের কাজ এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতে সামাজিক হস্তও হতো প্রসারিত। তদুপরি সারা দেশে বিপুলসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বর্তমানে সরকারকে হিমশিম খেতে হতো না। বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষার আওতা বহির্ভূত শিশুর সংখ্যা প্রায় ৪৬% অর্থাৎ প্রায় ৭০ লক্ষাধিক বলে এক জরিপ থেকে জানা যায়। এছাড়াও দেশে বিপুলসংখ্যক কিন্ডারগার্টেন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে যা এই হিসেব বহির্ভূত। এসব বিদ্যালয়গুলো উচ্চতম বেতন ফি ধার্য করে শুধুমাত্র শহরাঞ্চল নয়, গ্রামাঞ্চলেও আঞ্চলিক চাহিদা মেটাবার প্রয়াস পাচ্ছে। গ্রামের মানুষও শহরের মানুষের ন্যায় অপেক্ষাকৃত উন্নত ও যত্নশীল শিক্ষা গ্রহণের আশায় এগুলোতে ভিড় জমাচ্ছে।

বর্তমানে দেশে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৬শ' ১৮টি এবং বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মিলিয়ে মাত্র ৪৫ হাজারের মত। দারিদ্যসীমার নীচে বসবাসকারী দেশের প্রায় ৭০ ভাগ লোকের ছেলে-মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার দ্বার কোন রকমে অতিক্রম করলেও আর পড়াশুনা এগোয় না। এমন একটি পরিস্থিতিতে দেশে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু করার সামাজিক দাবীটি উপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। পাশাপাশি রয়েছে কর্মমুখী শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রসারের কথা। ধীর গতিতে হলেও এ দাবী পূরণ না করা গেলে জাতি হিসেবে আমাদের টিকে থাকাই যে দুরূহ হয়ে পড়বে- এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। কেবলমাত্র সরকারের পক্ষে উক্ত দাবীসমূহ পূরণ করা সম্ভব নয়। আর যদিও বা উদ্যোগ নেয়া হয়, তবে তা বাস্তবায়ন হবে সুদূর পরাহত। যেমনটি প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হতে বিলম্ব হলো- এমন ভিন্ন নয়।

কাজেই দ্রুত প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক কার্যক্রম সফল করার লক্ষ্যে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগকেও উৎসাহিত করা আবশ্যক। দেশে মাধ্যমিক স্তরের এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীন এবতেদায়ী অর্থাৎ প্রাথমিক স্তর থেকে এম এ ক্লাস পর্যন্ত যে শিক্ষা চালু রয়েছে এ ক্ষেত্রে ৭০+১০= ৮০ ভাগ বেতন ভর্তুকিতে প্রতিষ্ঠানসমূহ চলছে এবং এ ক্ষেত্রে সরকারের চেয়ে সামাজিক দান বা ভর্তুকি কোন অংশেই কম নয়। এমন প্রথা প্রাথমিক স্তরেও চালু করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে পুরোপুরি সরকারীকরণের কথা না ভেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক উভয়ই বেসরকারী হবে এবং বিদ্যালয় তৈরী হবে সামাজিকভাবেই। সরকারেরও বিপুল অংকের অর্থ সাশ্রয় হবে সন্দেহ নেই। যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন সরকারী নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষক ৬৫০/- টাকার স্কেলে প্রথম মাসে সাকুল্যে বেতন পাবেন ১১৯০/- টাকা। আর অনুদান প্রথায় সরকারকে মাধ্যমিক স্তরে একজন গ্রাজুয়েট শিক্ষককে দিতে হয় ৮০০+২০০= ১০০০/- টাকা। অন্যদিকে প্রথমোক্ত শিক্ষক কিন্তু এসএসসি বা এইচএসসি পাসও হতে পারেন। এছাড়াও সরকারী শিক্ষকের জন্য পেনশন, গ্রাচুইটি এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডসহ বিভিন্ন ঝক্কি ও দায় সরকারকে নিতে হবে। তদুপরি বেসরকারী ভিত্তিতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে অন্যান্য সমস্যা স্থানীয়ভাবে সমাজ থেকে প্রতিপালিত হবে এবং লেখাপড়ার মান উন্নত থাকবার সম্ভাবনা প্রচুর। এতেও সরকারী ব্যয় বেঁচে যাবে বিপুল অংকের।

দেশে বর্তমানে প্রায় ৯ হাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়, প্রায় ৮ হাজার মাদ্রাসা বিদ্যমান। এই সংখ্যক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহে প্রাথমিক শাখা খুলে এবং ভর্তুকিতে একই ব্যবস্থাপনায় শিক্ষক নিয়োগ করে মর্নিং শীফ্‌ট চালু করা অত্যন্ত সহজ একটি পদক্ষেপ বলা যায়। এমন অনেক বিদ্যালয় রয়েছে যেগুলোতে একত্রেই প্রাথমিক শাখার ক্লাস পরিচালনাও সম্ভব। অপরদিকে বেসরকারীভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয় যা সাহায্য বা অনুদানের অভাবে সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারছে না, সেগুলোকে মঞ্জুরী দিতে বেতন ভর্তুকির আওতায় এনে চাহিদার এক-পঞ্চমাংশে পূরণ সম্ভব বলেও কেউ কেউ মনে করেন। মাধ্যমিক শাখার সাথে সংযুক্ত প্রাথমিক শাখা খোলার অভিমতের পক্ষে আমরা জিলা স্কুল এবং ১৯৮২ পূর্ব প্রতিষ্ঠিত শহরাঞ্চলের অনেক বিদ্যালয় দেখে থাকি। যাতে অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় লেখাপড়ার মানের দিক থেকে অনেক উন্নত। শহরাঞ্চলে বিভিন্ন একাডেমী বা নিকেতন নামে প্রতিষ্ঠিত অনেক বিদ্যালয়ই শিশু, প্রথম ইত্যাদি শ্রেণী থেকে ৮ম, ৯ম ও দশম শ্রেণী পর্যন্ত চালু রয়েছে। এতে বিদ্যালয় পরিবেশও উন্নত হতে বাধ্য। কাজেই উপরোক্ত প্রস্তাবনার লক্ষ্যে এ কথাই বলতে চাই, সারা দেশে একই নীতিমালার আওতায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো আবশ্যক। সাধারণ শিক্ষায় এক রকম, মাদ্রাসা শিক্ষা বা ধর্মীয় শিক্ষায় ভিন্ন রকম নীতিমালা তৈরীসহ শিক্ষা বিস্তারে বেসরকারী উদ্যোগকে বাধাগ্রস্ত না করে তাকে উৎসাহিত করা একান্ত জরুরী। একই ব্যবস্থাপনার অধীন প্রথম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী ও ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চালু প্রথাটি নাকি ১৯৮২ পরবর্তী অবস্থায় স্থগিত করা হয়েছে। তবে কি আমরা শিক্ষা বিস্তার থেকে শিক্ষা সংকোচনের পথে পা বাড়াচ্ছি? এমন অনেক তোঘলকী সিদ্ধান্ত আমাদের বিগত বছরসমূহও শিক্ষার হারের কোন পরিবর্তন ঘটাতে দেয়নি- এ কথা আজ নিঃসন্দেহে বলা যায়।

দেশে আরো ২৪ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। ৪৪ হাজার শিক্ষক নিয়োগ বর্তমান বিদ্যালয়গুলোর জন্যেই আবশ্যক, সে ক্ষেত্রে যে স্থানে বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো অর্থ কষ্টে ভুগছে তাদের সাহায্য ও বেতন ভর্তুকি দেয়া, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর সাথে সংলগ্ন প্রাথমিক শাখা খোলার অনুমতি এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগ (বেসরকারীভাবে) করে অর্থ যোগান এবং সহজ শর্ত ও নীতিমালার আওতায় নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আহবান বাধ্যতামূলক শিক্ষা বিস্তার কর্মসূচীকে সফল করার একটি বাস্তবমুখী পরিকল্পনা হবে বলে আশা করি। এ লক্ষ্যে উল্লেখিত পরিসংখ্যানই অবশ্য যথেষ্ট নয়। অবশ্যই শিক্ষা বিভাগ ও শিক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের কাছে যে পরিসংখ্যান ও বিভিন্ন তথ্য সংগৃহীত রয়েছে, তা থেকে এ বিষয়ে তারা সঠিক ফলাফল নির্ণয়ে সক্ষম হবেন এবং যথার্থতা বিশ্লেষণপূর্বক এমন পদক্ষেপ নিতে পারবেন বলে বিশ্বাস করি।

প্রসঙ্গক্রমে অপর একটি কথা এসে যায় তা হচ্ছে, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে সরকার ওয়ার্ড মেম্বারদের চেয়ারম্যান করে 'শিক্ষা কমিটি' গঠন করতে যাচ্ছেন। ইতিপূর্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ পরিচালনায় এমন একটি উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। তবু পুনরায় এমন নীতিমালা প্রণীত হবার কি যুক্তি থাকতে পারে? এভাবেই একটি মহলের চক্রান্তের শিকার আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে বার বারই ব্যাহত করছে বলা যায়।

আমাদের বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী বিগত সময়ে শিক্ষা সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রস্তাবনার বিষয়গুলো অনুসন্ধান করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে এবং অবিলম্বে কার্যকর করতে অনুরোধ করি। আর বিলম্ব নয়- শিক্ষার বিস্তার ছাড়া জাতির অস্তিত্ব আজ বিপন্ন প্রায়।